বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দক্ষ জনসম্পদ তৈরীতে কারিগরি শিক্ষার বিকল্প নেই

ইঞ্জিঃ মোঃ আতিকুর রহমান

আমাদের চারপাশের দুনিয়া প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে। আমাদেরও তার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক হতে হবে, যাতে এ দেশের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্টি এই পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভবিষ্যতের চাহিদার জোগান দিতে পারে। এ বছর আমরা খুবই দুরূহ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। আমাদের কর্মজগৎ সামনে কোন দিকে যাবে, সেটাও আমরা বুঝতে পারছি না।। আমাদের কে কর্মসংস্থানের নিরাপত্তা এবং এমন ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলতে হবে যা তরুণদের সামনে এগিয়ে যেতে সহায়তা করবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আইএলওর বৈশ্বিক সামিটে বাংলাদেশের আদর্শ কর্মক্ষেত্র গঠনের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছেন আর এর জন্য শিক্ষায় বিনিয়োগ এবং দক্ষতা তৈরিতে কারিগরি শিক্ষার প্রতি আমাদের মনোযোগ দিতে হবে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী এক সেমিনারে বলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সঠিকভাবে একটি দক্ষ জনশক্তিতে আমাদের জনসংখ্যাকে রূপান্তর করার জন্য টেকনিক্যাল ও ভোকেশনাল এডুকেশনের ওপর জোর দিতে বলেছেন। এনরোলমেন্ট ২০০৯ সালের প্রায় শূন্য থেকে আজ ১৭ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে আমরা মনে করি, আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের চেয়ে এটি অনেক কম। এর একটা কারণ হলো আমাদের যুবসমাজের কাছে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে আকর্ষণীয় করার বদলে আমরা সাধারণ শিক্ষার প্রসারের দিকে বেশি মনোযোগ দিয়েছি। আমরা কাজ করছি শিক্ষার্থীদের মানসিকতা বদলাতে, আমাদের কারিগরি শিক্ষাকে আকর্ষণীয় করে তুলতে। আগামী দিনগুলোতে এই শিক্ষাই সামনে এগিয়ে যাওয়ার মাধ্যম হবে। আমরা চাই কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে সবার জন্য সুলভ করার পাশাপাশি সাধারণ শিক্ষায় কারিগরি ও ভোকেশনাল শিক্ষাকে যুক্ত করতে। ১৯৭২ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর এক বক্তব্যে তরুণদের কারিগরি শিক্ষা গ্রহন করতে অনুরোধ করেছেন।সাধারণ শিক্ষার্থীরা কারিগরি প্রশিক্ষণ নিতে পারলে আরও দক্ষ হয়ে উঠবে। কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব ও বাভোশিস গাবতলী উপজেলা কমিটি গঠন অনুষ্ঠানে গাবতলী মুক্তিযোদ্ধা টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ হলরুমে অদ্য ৩০ মে ২০২১ খ্রি: সকাল ১১.০০ ঘটিকায় বীর মুক্তিযোদ্ধা খাজা নাজিমুদ্দিন খাজা এর সভাপতিত্বে বাংলাদেশ ভোকেশনাল শিক্ষক সমিতির সভাপতি ইঞ্জিঃ মোঃ আতিকুর রহমান প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি আরো বলেন কাীরগরি প্রশিক্ষন জোরদার করলে নতুন কমসংস্থান তৈরী হবে এবং বাল্য বিবাহ রোধ হবে। বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাস মহামারি সহনীয় হলে বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাংলাদেশকে কর্মসংস্থান খাতের জন্য প্রতিযোগিতামূলক ও দক্ষ জনবল তৈরি করতেই হবে এর কোনোই বিকল্প নেই । বাংলাদেশ ভোকেশনাল শিক্ষক সমিতি গাবতলী উপজেলার পক্ষ থেকে প্রধান অতিথি জনাব আতিকুর রহমান কে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। শাজাহানপুর মুক্তিযোদ্ধা টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ রফিকুল ইসলামের সঞ্চালনায় অন্যান্যেদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাভোশিস সাধারন সম্পাদক জনাব জিয়াউল হক,প্রচার সম্পাদক রাশেদুল হাসান,অবিনাশ,আব্দুল বাসেদ,সঞ্জিত কুমার দেবনাথ, গাবতলী বাভোশিস সভাপতি অনুপ কুমার, শিবগঞ্জ মুক্তিযোদ্ধা টেকনিক্যাল অধ্যক্ষসহ নের্তৃবৃন্দ ।

আমাদের চারপাশের দুনিয়া প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে। আমাদেরও তার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক হতে হবে, যাতে এ দেশের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্টি এই পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভবিষ্যতের চাহিদার জোগান দিতে পারে। এ বছর আমরা খুবই দুরূহ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। আমাদের কর্মজগৎ সামনে কোন দিকে যাবে, সেটাও আমরা বুঝতে পারছি না।। আমাদের কে কর্মসংস্থানের নিরাপত্তা এবং এমন ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলতে হবে যা তরুণদের সামনে এগিয়ে যেতে সহায়তা করবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আইএলওর বৈশ্বিক সামিটে বাংলাদেশের আদর্শ কর্মক্ষেত্র গঠনের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছেন আর এর জন্য শিক্ষায় বিনিয়োগ এবং দক্ষতা তৈরিতে কারিগরি শিক্ষার প্রতি আমাদের মনোযোগ দিতে হবে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী এক সেমিনারে বলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সঠিকভাবে একটি দক্ষ জনশক্তিতে আমাদের জনসংখ্যাকে রূপান্তর করার জন্য টেকনিক্যাল ও ভোকেশনাল এডুকেশনের ওপর জোর দিতে বলেছেন। এনরোলমেন্ট ২০০৯ সালের প্রায় শূন্য থেকে আজ ১৭ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে আমরা মনে করি, আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের চেয়ে এটি অনেক কম। এর একটা কারণ হলো আমাদের যুবসমাজের কাছে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে আকর্ষণীয় করার বদলে আমরা সাধারণ শিক্ষার প্রসারের দিকে বেশি মনোযোগ দিয়েছি। আমরা কাজ করছি শিক্ষার্থীদের মানসিকতা বদলাতে, আমাদের কারিগরি শিক্ষাকে আকর্ষণীয় করে তুলতে। আগামী দিনগুলোতে এই শিক্ষাই সামনে এগিয়ে যাওয়ার মাধ্যম হবে।আমরা চাই কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে সবার জন্য সুলভ করার পাশাপাশি সাধারণ শিক্ষায় কারিগরি ও ভোকেশনাল শিক্ষাকে যুক্ত করতে। ১৯৭২ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর এক বক্তৃতায় তরুণদের কারিগরি শিক্ষা গ্রহন করতে অনুরোধ করেছেন।সাধারণ শিক্ষার্থীরা কারিগরি প্রশিক্ষণ নিতে পারলে আরও দক্ষ হয়ে উঠবে। কাীরগরি প্রশিক্ষন জোরদার করলে নতুন কমসংস্থান তৈরী হবে এবং বাল্য বিবাহ রোধ হবে। বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাস মহামারি সহনীয় হলে বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাংলাদেশকে কর্মসংস্থান খাতের জন্য প্রতিযোগিতামূলক ও দক্ষ জনবল তৈরি করতেই হবে এর কোনোই বিকল্প নেই ।